بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহে আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

"ফযলে উমর ফাউণ্ডেশন"এর প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট মোকাররম মরহুম তাহের আরিফ সাহেবের প্রশংসা সূচক গুণাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৩০ আগষ্ট ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ আমি প্রথমে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো তার নাম হলো, হযরত উতবা বিন মাসঊদ হুযাল্লী (রাঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) তাঁর আপন ভাই ছিলেন। তিনি মক্কায় প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। ইথিওপিয়া অভিমুখে দ্বিতীয়বার হিজরতকারীদের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উতবা বিন মাসঊদ আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুফ্ফা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে বিস্তারিতভাবে যা লিখেছেন তা হলো ঃ

মসজিদের এক প্রান্তে ছাদ দেয়া একটি উঁচু স্থান বানানো হয়েছিল যাকে সুফ্ফা বলা হতো। এটি সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য ছিল, যারা গৃহহীন ছিলেন। তাদের কোন ঘর ছিল না। তারা সেখানেই থাকতেন আর আসহাবে সুফ্ফা আখ্যায়িত হতেন। তাদের কাজ ছিল মূলত দিবারাত্র মহানবী (সাঃ) এর সাহচর্যে অবস্থান করা, ইবাদত করা এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা। তাদের জীবনোপকরণের কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাদের দেখাশুনা করতেন বরং অনেক সময় তিনি (সাঃ) স্বয়ং অনাহারে থাকতেন আর বাড়িতে যা কিছু থাকতো তা সুফ্ফাবাসীদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। আনসাররাও তাদের আতিথ্যে যথাসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন আর তাদের জন্য খেজুরের গুচ্ছ এনে মসজিদে ঝুলিয়ে দিতেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের অবস্থা অসচ্ছলই থাকতো এবং অনেক সময় উপবাস থাকার মতো অবস্থা দেখা দিত, আর কয়েক বছর পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মদিনা সম্প্রসারণের কারণে তাদের কিছুটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, ফলে কিছু না কিছু পারিশ্রমিক তারা পেয়ে যেতেন আর জাতীয় বাইতুল মাল থেকেও তাদের কিছুটা সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

তারা দিনের বেলা নবী (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং বিভিন্ন হাদীস শুনতেন তাদের মধ্যে কারো কাছে চাদর এবং লুঙ্গি এই দু'টো জিনিস একত্রে কখনোই ছিল না। তারা চাদরকে গলার সাথে এমনভাবে বেঁধে নিতেন যে তা উরু পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সেসব বুযূর্গদেরই একজন ছিলেন। তার বর্ণনা হলো, আমি সুফ্ফাবাসীদের মধ্য হতে সত্তরজনকে দেখেছি যে, তাদের (পরনের) কাপড় তাদের উরু পর্যন্তও পৌঁছত না। যাহোক, মহানবী (সাঃ) এর কাছে কোন স্থান থেকে সদকা এলে তিনি (সাঃ) তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর যখন দাওয়াতের খাবার আসতো তখন তাদেরকে ডেকে নিতেন এবং তাদের সাথে বসে আহার করতেন। অধিকাংশ সময়, রাতের বেলা মহানবী (সাঃ) তাদেরকে মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভাগ করে দিতেন অর্থাৎ নির্দেশ হতো যে নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন একজন বা দু'জন করে অতিথি নিজের সাথে নিয়ে যান আর তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়ান।

একজন সাহাবী ছিলেন, হযরত সাদ বিন উবাদা, যিনি অত্যন্ত বদান্যশীল ও সম্পদশালী ছিলেন। তিনি কখনো কখনো আশিজন অতিথিকে নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। এবং তাদেরকে রাতের আহার করাতেন। তার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে বা কতেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সুফ্ফাবাসীদের সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কমপক্ষে বারোজন, আর এটিও বলা হয় যে, সবচেয়ে বেশি একই সময়ে তিনশ' (সাহাবী) সুফ্ফা'তে অবস্থান করেছেন বরং এক রেওয়ায়েতে তাদের মোট সংখ্যা ছয়শ' সাহাবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর গভীর অনুরাগ ছিল, তাদের সাথে মসজিদে উপবেশন করতেন, তাদের সাথে আহার করতেন আর মানুষকে তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। একদা সুফ্ফাবাসীদের একটি দল মহানবী (সাঃ) এর দরবারে অনুযোগ করে যে, খেজুর আমাদের উদরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, আহারের জন্য শুধু খেজুরই পাওয়া যায় আর কিছু পাওয়া যায় না।

মহানবী (সাঃ) তাদের অভিযোগ শুনে তাদের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি (সাঃ) বলেন, এটি কেমন কথা যে, তোমরা বলছ, খেজুর তোমাদের পেটকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তোমরা কি জান না যে, খেজুরই মদিনাবাসীদের খাদ্য। কিন্তু মানুষ এর মাধ্যমেই আমাদের সাহায্যও করে থাকে। আর আমরাও সেগুলোর মাধ্যমেই তোমাদের সহায়তা করি। অতঃপর তিনি বলেন, খোদার কসম, এক বা দুই মাস যাবৎ আল্লাহ্‌র রসূলের ঘরে আগুন জ্বলেনি; অর্থাৎ আমিও এবং আমার পরিবারের সদস্যরাও শুধু পানি এবং খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছি। তারা পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সেখানেই বসে থাকতেন। তারা যখন পড়া-লেখা শিখে নেন তখন তাদেরকে ক্বারী বলা হতো আর এরপর অন্যদের শিখানোর জন্যও তাদেরকে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে এই সাহাবীদের মধ্য থেকেই অনেকে বড় বড় পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছেন;

সহীহ বুখারীতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকায় হযরত উতবা বিন মাসঊদের উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উতবা বিন মাসঊদ হযরত উমর বিন খাত্তাবের খিলাফতকালে ২৩ হিজরী সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন আর হযরত উমর (রাঃ) তার জানাযার নামায পড়ান। হযরত উতবা বিন মাসঊদ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে পড়ে। কয়েক ব্যক্তি তাকে বলেন, আপনি কি কাঁদছেন? তিনি উত্তর দেন, তিনি আমার ভাই ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কাছে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ছাড়া বাকি সবার চেয়ে তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, হযরত উবাদা বিন সামেত। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। হযরত উবাদার পিতার নাম সামেত বিন কায়েস এবং মাতার নাম কুর্‌রাতুল আইন বিনতে উবাদা ছিল। আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বয়আতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত অউস বিন সামেত ছিলেন হযরত উবাদার ভাই। হযরত অউসও বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত উবাদা বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩৪ হিজরীতে ফিলিস্তিনের রামলায় মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি বায়তুল মাকাদ্দাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই গোরস্থ হন আর তার কবর এখনও সেখানে জানা বা চিহ্নিত রয়েছে। তিনি দীর্ঘদেহী এবং স্থূল ও খুব সুশ্রী ছিলেন। হযরত উবাদা বিন সামেত এর রেওয়ায়েত বা বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৮১ তে গিয়ে পৌঁছে। আর আকাবার রাতে তিনিও নেতাদের মাঝে একজন নেতা ছিলেন।

একবার মহানবী (সাঃ) হযরত উবাদা (রাঃ) কে কিছুজাকাতের সম্পদের কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাকে নসীহত করেন যে, আল্লাহ্‌তা'লাকে সর্বদা ভয় করবে। এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন উটকে তোমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে আনতে হয় আর তা ক্রন্দনরত থাকবে। অথবা ছাগল তোমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে আনতে হয় আর তা মেঁ মেঁ শব্দ করতে থাকবে; অর্থাৎ কোথাও খিয়ানত যেন না হয়। এমন যেন না হয় যে, তুমি সদকাগুলোর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে না এমনটি যেন না হয়। সে যুগে সদকা হিসেবে উট, গাভী, বকরী প্রভৃতি আসতো, এমন যেন না হয় যে, যাকাত কিংবা সদকা হিসেবে আসা এই জিনিসগুলো তুমি সঠিকভাবে বণ্টন এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে না। তাহলে কিয়ামতের দিন সেগুলোই তোমার জন্য বোঝা হয়ে যাবে। এ কথা শুনে হযরত উবাদা বিন সামেত বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে (সাঃ) সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তো দুইজন ব্যক্তির দায়িত্বও গ্রহণ করব না। আমার অবস্থা এরূপ যে, আমি কারো কোন বোঝা সহ্য করতে পারবো না। তাই আমাকে এ দায়িত্ব প্রদান না করলে ভালো হয়।

মহানবী (সাঃ) এর যুগে আনসারদের মধ্য থেকে পাঁচ ব্যক্তি কুরআন একত্রিত করেছিলেন যাদের নাম হলোঃ হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ), হযরত উবাদা বিন সামেত (রাঃ), হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ), হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ)।

হযরত ইয়াযিদ বিন সুফিয়ান (রাঃ) সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত উমর (রাঃ) কে লিখেন, সিরিয়াবাসীর জন্য এমন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তাদেরকে কুরআন শিখাবেন এবং ধর্মীয় জ্ঞান দান করবেন। হযরত উমর (রাঃ) হযরত মুআয, হযরত উবাদা এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। হযরত উবাদা (রাঃ) ফিলিস্তিনে গিয়ে বসবাস করেন। হযরত জানাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমি যখন হযরত উবাদা (রাঃ) এর কাছে পৌঁছি তখন আমি তাকে যে অবস্থায় পেয়েছি তা হলো, তিনি আল্লাহ্‌র ধর্মকে খুব ভালোভাবে বুঝতেন অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মুসলমানরা যখন সিরিয়া বিজয় করে তখন হযরত উমর (রাঃ) হযরত উবাদা এবং তার সাথী হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) কে সিরিয়াবাসীদের কুরআন শিখানো এবং ধর্মীয় জ্ঞান দানের জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেন। কিছুকাল পরে

হযরত উবাদা (রাঃ)ও ফিলিস্তিনে চলে যান। সেখানে আমীর মুআবিয়া একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ করে যা হযরত উবাদা (রাঃ) অপছন্দ করতেন অর্থাৎ ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ ছিল। আমীর মুআবিয়া সেই বিষয় নিয়ে তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলেন যার উত্তরে হযরত উবাদা (রাঃ) বলেন, আমি কখনোই আপনার সাথে একস্থানে থাকবো না। অতঃপর তিনি মদিনা চলে যান। হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, এখানে আসার কারণ কী? তখন হযরত উবাদা (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন যে, এভাবে মতভেদ হয়েছিল, এতে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তুমি নিজের জায়গায় ফিরে যাও আর আল্লাহ্‌তা'লা এমন ভূমিকে নষ্ট করে দিবেন যেখানে তুমি অথবা তোমার মতো অন্য কেউ থাকবে না তাই তোমার ফেরত যাওয়া প্রয়োজন আর আমীর মুআবিয়াকে এই আজ্ঞা লিখে পাঠান যে হযরত উবাদার উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই।

হুযুর (আইঃ) বলেন, যাহোক, হযরত উবাদা সম্পর্কে আরও অনেক কথা এবং রেওয়ায়েত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তী খুতবায় তুলে ধরা হবে, এখন আমি একজন প্রয়াত মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। এখন আমি তার জানাযাও পড়াব, উপস্থিত জানাযা এটি। তিনি হলেন মোকাররম তাহের আরেফ সাহেব, যিনি ঐশী তকদীরের অধীনে গত ২৬ আগস্ট তারিখে অত্যন্ত ধৈর্য্যসাপেক্ষ অসুস্থতার পর যুক্তরাজ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, **ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন**। তার ক্যান্সার ছিল এবং তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করেছেন। তিনি পূর্বে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন; এরপর সম্প্রতি কয়েক বছর পূর্বে আমি তাকে ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সভাপতি নিযুক্ত করেছিলাম। মোকাররম তাহের আরেফ সাহেব ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন মোকাররম তাহের আরেফ সাহেবের পিতা মোকাররম চৌধুরী মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামাতের মুবাল্লেগ ছিলেন, যিনি মুবাল্লেগ হিসেবে ইংল্যান্ডে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতা মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব লন্ডন মসজিদের নায়েব ইমামও ছিলেন, রাবওয়ায় তাহরিকে জাদীদের নায়েব ওয়াকিলুত্ তবশিরও ছিলেন। মোকাররম মওলানা মুহাম্মদ ইয়ার আরেফ সাহেব জামা'তের শীর্ষস্থানীয় তার্কিক ও বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাহের আরেফ সাহেবের মাতা ছিলেন মোহতরমা ইনায়েত সুরাইয়া বেগম সাহেবা। আর তার জানাযা হযরত চৌধুরী গোলাম হোসেন ভাট্টি সাহেব সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সাহাবী ছিলেন। তাহের আরেফ সাহেব খুব জ্ঞান-পিপাসু জ্ঞানসন্ধানী মানুষ ছিলেন, আর খুব বড় পারদর্শী সাহিত্যিকও ছিলেন এবং কবিও ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেছেন। তার দু'টি কবিতার সংকলন প্রসিদ্ধ, একটি হলো উর্দু ভাষার ও একটি পাঞ্জাবী ভাষার।

আল্লাহতা'লার কৃপায় তার হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর পুস্তক পড়ার অনেক আগ্রহ ছিল আর অভ্যাসজনিতভাবে নিয়মিত তিনি কোন না কোন পুস্তক পাঠ করতেন। নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং এতে প্রণিধান করতেন। তিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন এবং তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। জামা'তের কাজে অংশ নিতেন। অত্যন্ত নির্ভিক মানুষ ছিলেন। খোদাতা'লার অনুগ্রহে, যেমনটি আমি বলেছি, তার পড়াশুনার গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল এবং মেধাবী ছিলেন। খিলাফতে আহমদীয়ার জন্য অত্যন্ত আত্মাভিমানী ছিলেন। খুবই নিষ্ঠাবান এবং নির্ভীক আহমদী ছিলেন। সারাটি জীবন খিলাফতে আহমদীয়ার সুলতানে নাসীর হয়ে থাকার এবং জামা'তের একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টায় রত ছিলেন।

আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় আমি দেখেছি যে, তার এই প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌তা'লা তাকে সফলও করেছেন। তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে আমি তাকে জানি। আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে সেই সময় থেকেই তার জ্ঞান আহরনের অনেক একাগ্রতা ছিল। কলেজের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। একজন ভালো বক্তাও ছিলেন। এই বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি মনে-প্রাণে জামা'তের সেবক এবং ওয়াকেফিনে জিন্দেগীদের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার চেতনা রাখতেন। এছাড়া আহমদী বন্ধুদের বৈধ সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। অত্যন্ত উচ্চপদে আসীন ছিলেন এদিক থেকে তিনি নিজ আহমদী ভাইদের বৈধভাবে যথাসাধ্য সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন।

২০১৪ সাল থেকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনে তাঁর সেবাকাল আরম্ভ হয় যখন আমি তাকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। এরপর ২০১৭ সালে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের তৎকালীন সদর চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তাকে ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সদর হিসেবে নিযুক্ত করি আর যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় তিনি আমৃত্যু ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের সদর ছিলেন।

তার শোক সন্তপ্ত পরিবার হিসেবে তার স্ত্রী আনিসা তাহের সাহেবা, বড় ছেলে আসফান্দ ইয়ার আরেফ এবং তিন মেয়ে তাইয়েবা আরেফ, আযীযা অওজ ও বিনা তাহের আরেফকে রেখে গেছেন। তার মেয়ে তাইয়েবা আরেফ তাহের সাহেবা লিখেন, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের পিতা মোহতরম তাহের আরেফ সাহেব মরহুমকে প্রভূত পার্থিব উন্নতি দান করেছেন কিন্তু তিনি সর্বদা আহমদীয়াতের পরিচিতিকে অত্যন্ত বীরত্ব এবং আত্মাভিমানের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। একান্ত বিশ্বস্ত এবং আস্থাশীল কর্মকর্তা ছিলেন। ধর্মকে প্রাধান্য দানকারী, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাবান, অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, উচ্চমানের ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী, একজন দায়িত্ববান স্বামী ছিলেন, নিতান্তই স্নেহবৎসল পিতা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি খোদাতা'লা এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর ভালোবাসায় মগ্ন ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের মা বলেন, তিনি তাকে সর্বদা ন্যায় পরায়ণ এবং নরম স্বভাবের মানুষ হিসেবে পেয়েছেন। নিজ পদের ঊর্ধ্বে গিয়ে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। কোন কোন আত্মীয়-স্বজন আবেগের বশবর্তী হয়ে এবং সম্পর্কের কারণে অনেক কথাই লিখে থাকে কিন্তু আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, তার সম্পর্কে যা-ই লিখা হয়েছে তার সবই সত্য। তিনি বাস্তবেই এমন ছিলেন।

মোবারক সিদ্দীকি সাহেব লিখেন, মরহুম তাহের আরেফ সাহেবের স্বভাবের মাঝে বিনয় ও নম্রতা ছিল এবং যুগ খলীফার সাথে গভীর বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। তিনি একজন উচ্চ মানের কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একবার তাকে নিজের পছন্দের কোন কবিতা শোনাতে বলি। তিনি তখন খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তার এই পংক্তিটি শোনানঃ

হে মনিব! তোমার গোলাম যদি কখনো তোমার পাশে থাকে
তাহলে আমার দেহ যেন ঘাসের মতো তোমার চরণে লুটিয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, একদিন এক বন্ধুভাবাপন্ন বৈঠকে আমি বলি, তাহের সাহেব! আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে কোন না কোনভাবে অনেক সম্মানে ভূষিত করেছেন। আপনি পুলিশ বিভাগে অনেক বড় পদের কাজ করার সম্মান লাভ করেছেন। তিনি বলেন, এর চেয়ে অনেক বড় সম্মান হচ্ছে- আমি আহমদী। এরপর তিনি আমার সাথে পড়ালেখা করার উল্লেখ করে বলেন যে, আমি যুগ খলীফার সহপাঠীও ছিলাম। এটি আমার জন্য অনেক বড় সম্মান।

হুযুর (আইঃ) বলেন, ছাত্রজীবনে অকৃত্রিমভাবে অনেক কথা হয়ে যায়, হাসিঠাট্টা হয়। কিন্তু যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহেঃ) যখন আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন, তখন থেকেই তিনি আমার সাথে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ আরম্ভ করেন আর খিলাফতের আসনে আসীন হবার পর তো আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সন্তানদেরও পূর্ণ বিস্বস্ততার সাথে জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
30 August 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org